ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

❖ **ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ ? এটা কত প্রকার ও কী কী, উদাহরণসহ লেখ।**

'ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি' হচ্ছে পদ-প্রকরণ (Parts of speech)। পদ ৮ প্রকার–

০১. বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল, জাতি, সমষ্টি ইত্যাদি বোঝানো হয়, তাদেরকে বিশেষ্য (Noun) বলে। যেমন– নজরুল, মাটি, ঢাকা, বর্ষা, বাঙালি, সমিতি ইত্যাদি।

০২. বিশেষণ

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাদেরকে বিশেষণ (Adjective) বলে। যেমন– দুষ্ট, শান্ত, চলন্ত, দুরন্ত, দ্রুত, ধীরে ইত্যাদি।

০৩. সর্বনাম

যে শব্দশ্রেণি বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে সর্বনাম (Pronoun) বলে।
যেমন– আমি, তুমি, সে, তিনি, এটা, ওটা ইত্যাদি।

০৪. ক্রিয়া

যে শব্দশ্রেণি কোনো কিছু করা বোঝতে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে ক্রিয়া (Verb) বলে।
যেমন– ওঠা, বসা, থাকা, খাওয়া, যাওয়া, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি।

০৫. ক্রিয়া-বিশেষণ

যে শব্দশ্রেণি বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাদেরকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন– দ্রুত হাঁটো। সে আস্তে কথা বলে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।

০৬. যোজক

যে শব্দশ্রেণি বাক্যের একটি অংশের সঙ্গে অন্য একটি অংশের অথবা বাক্যের একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাদেরকে যোজক (Conjunction) বলে।
যেমন– লতা ও পাতা দুই বোন। তুমি আর আমি একসঙ্গে বাড়ি যাব। তিনি ধনী কিন্তু দাতা নন।

০৭. আবেগ-শব্দ

যে শব্দশ্রেণি প্রত্যক্ষভাবে বক্তার মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশে সহায়তা করে, তাদেরকে আবেগ-শব্দ (Interjection) বলে। যেমন– বাহ্ ! ভালো গেয়েছ। শাবাশ! এগিয়ে যাও। আহা! ছেলেটার বাবা-মা কেউ নেই। উফ! কী যে যন্ত্রণা।

০৮. অনুসর্গ

যে শব্দশ্রেণি কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো-বা শব্দবিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অনুসর্গ (Post-positional word) বলে। যেমন– সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। রুপার চেয়ে সোনা দামি। পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকো। উল্লেখযোগ্য যে, এখানে অব্যয়পদকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হচ্ছে– ক.যোজক শব্দ, খ. আবেগ শব্দ, গ. অনুসর্গ। তাছাড়া ক্রিয়া-বিষেশণকে পদের একটি শ্রেণি হিসেবে ধরা হয়েছে।

❖ **বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।**

বাক্যে ব্যবহৃত যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান,, দোষ গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য বলে। এদেরকে নামশব্দও বলা হয়। এদের দ্বারা কোনো কিছুকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমনঃ সোনা, ঢাকা, দুর্নীতি, সততা, নীলিমা ইত্যাদি।
বিশেষ্য পদ প্রধানত ৬ প্রকার–

১. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, স্থান, দেশ, নদী, পর্বত প্রভৃতির নাম বোঝানো হয়, তাদেরকে নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper noun) বলে । যেমন– করিম, ঢাকা, বাংলাদেশ, পদ্মা, হিমালয় ইত্যাদি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো একজাতীয় পদার্থকে বোঝানো হয়, তাদেরকে জাতিবাচক বিশেষ্য (Common noun) বলে। যেমন– মানুষ, পাখি, বাঙালি, গাছ, নদী, পর্বত ইত্যাদি।

৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো দ্রব্য বা বস্তু বোঝানো হয়, তাদেরকে বস্তুবাচক বিশেষ্য (Material noun) বলে। যেমন– মাটি, পানি, বাতাস, কাঠ, লোহা, পাথর ইত্যাদি।

৪. গুণবাচক বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো দোষ বা গুণ বোঝানো হয়, তাদেরকে গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract noun) বলে। যেমন– সততা, তারুণ্য, সৌন্দর্য, বীরত্ব, তিক্ততা, শঠতা ইত্যাদি।

৫. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টি বোঝানো হয়, তাদেরকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective noun) বলে। যেমন– সভা, সমিতি, শ্রেণি, জনতা, বাহিনী, ঝাঁক ইত্যাদি।

৬. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ক্রিয়ার ভাব প্রকাশিত হয়, তাদেরকে ক্রিয়াবচক বিশেষ্য (Verbal noun) বলে। যেমন– ওঠা, বসা, থাকা, খাওয়া, যাওয়া, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি।

❖ **বিশেষণপদের শ্রেণিবিভাগ করো।**

বিশেষণ পদের ৩ প্রকার শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. অর্থ অনুযায়ী

ক. নামবিশেষণ

যে বিশেষণ জাতীয় শব্দশ্রেণি বিশেষ্য পদ বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাদেরকে নামবিশেষণ (nounal adjective) বলে। যেমন– তিনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। অভিজ্ঞ উনিই ব্যাপারটা বুঝবেন। সে সবার বড়।

খ. ভাববিশেষণ

যে বিশেষণ জাতীয় শব্দশ্রেণি কোনো বিশেষণ পদকে বিশেষিত করে, তাদেরকে ভাববিশেষণ (adjective of adjectives) বলে। ভাববিশেষণ তিন প্রকার–

ক্রিয়াবিশেষণ (adverb) : গাড়িটা খুব জোরে চলছে।

বিশেষণের বিশেষণ: বড় ভালো লোক ছিল।

অব্যয়ের বিশেষণ: ধিক্ তারে, শত ধিক্, নির্লজ্জ যে জন।

২. ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী

ক. সিদ্ধ বিশেষণ

যে বিশেষণ জাতীয় শব্দশ্রেণিকে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদেরকে সিদ্ধ (Simple) বিশেষণ বলে। যেমন– লাল ফুল, মিষ্টি আম, উঁচু পাহাড় ইত্যাদি।

খ. সাধিত বিশেষণ

যে বিশেষণ জাতীয় শব্দশ্রেণিকে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায়, তাদেরকে সাধিত (Compound) বিশেষণ বলে। যেমন– মেঘলা আকাশ, উড়ন্ত পাখি, সোনালি ধান, জ্বলন্ত আগুন ইত্যাদি।

৩. বাক্যের অবস্থান অনুযায়ী

ক. সাক্ষাৎ বিশেষণ

যে বিশেষণ জাতীয় শব্দশ্রেণি বিশেষিত পদের পূর্বে বসে, তাদেরকে সাক্ষাৎ বিশেষণ (direct adjective) বলে। যেমন–   হলুদ শাড়ি, ঘোলা পানি, গভীর সমুদ্র ইত্যাদি।

খ. বিধেয় বিশেষণ

যে বিশেষণ জাতীয় শব্দশ্রেণি বাক্যের বিধেয় অংশে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে বিধেয় বিশেষণ (indirect adjective) বলে। যেমন– ছেলেটি দুষ্ট, আমটি মিষ্টি, এ পুকুরের পানি স্বচ্ছ ইত্যাদি।

তাছাড়া বিশেষণের আরো কিছু শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। যেমনঃ

সংখ্যাবাচক বিশেষণ (countable adjective)ঃ দুই ভাই, পাঁচ টাকা।

পরিমাণবাচক বিশেষণ (quantitative adjective)ঃ এক পোয়া দুধ, অর্ধেক আম।

গুণবাচক বিশেষণ (qualitative adjective)ঃ দুষ্ট ছেলে, ভালো লোক, গরম চা।

❖ **সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।**

সর্বনাম পদ ১০ প্রকার–

০১. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, তাদেরকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম (Personal Pronoun) বলে। এ সর্বনাম বাক্যের তিন প্রকার পক্ষ বা পুরুষ (বক্তা, শ্রোতা ও অন্য) নির্দেশ করে।

যেমন– আমি, তুমি, তিনি, উনি, সে ইত্যাদি।

০২. আত্মবাচক সর্বনাম

কর্তা নিজেই কোনো কাজ করছে, এ ভাবটি বোঝাতে যে সমস্ত সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে আত্মবাচক সর্বনাম (Reflexive Pronoun) বলে। যেমন– নিজে, আপনি, খোদ, সমুদয়, স্বয়ং ইত্যাদি।

০৩. নির্দেশক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ বক্তার কাছ থেকে কোনো কিছুর নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাদেরকে নির্দেশক সর্বনাম (definite Pronoun) বলে। যেমন– এ/ও, এরা/ওরা, একে/ওকে, ইনি/উনি ইত্যাদি।

০৪. অনির্দেশক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অনির্দেশক সর্বনাম (Indefinite Pronoun) বলে। যেমন– কেউ, কারও, কাকেও, কিছু, কোনো ইত্যাদি।

০৫. প্রশ্নবাচক সর্বনাম

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে যে সমস্ত সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম (Interrogative Pronoun) বলে। যেমন– কে, কাকে, কীসে, কোন্‌টা, কার, কারা ইত্যাদি।

০৬. সংযোগবাচক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ দুই বা তার অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সংযোগ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে সংযোগবাচক সর্বনাম (Relative Pronoun) বলে। যেমন– যে, যারা, যাকে, যেসব, যেটা, যেগুলো ইত্যাদি।

০৭. সাপেক্ষ সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ পরস্পর নির্ভরশীল, তাদেরকে সাপেক্ষ সর্বনাম (Correlative Pronoun) বলে।

যেমন– যে-সে, যত-তত, যা-তা, যিনি-তিনি ইত্যাদি।

০৮. ব্যতিহারিক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ দু-পক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে পারস্পরিক বা ব্যতিহারিক সর্বনাম (Reciprocal Pronoun) বলে। যেমন– নিজে-নিজে, নিজেরা-নিজেরা, আপনা-আপনি ইত্যাদি।

০৯. সাকল্যবাচক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ সমষ্টিবাচক ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে সাকল্যবাচক সর্বনাম (Inclusive Pronoun) বলে। যেমন– সকল, সব, সবাই ইত্যাদি।

১০. অন্যাদিবাচক সর্বনাম

যে সমস্ত সর্বনাম পদ নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অন্যাদিবাচক সর্বনাম (Different Pronoun) বলে। যেমন– অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

❖ **ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।**

ক্রিয়াপদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

০১. ভাব ও গঠন অনুযায়ী

ক. সমাপিকা ক্রিয়া

যে সমস্ত ক্রিয়া বাক্যের অর্থ ও গঠনকে পূর্ণতা দেয়, তাদেরকে সমাপিকা ক্রিয়া (finite verb) বলে। যেমন– লতা বই পড়ছে। পাতা ভাত খাবে।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া

যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ ও গঠন পূর্ণতা পায় না, তাদেরকে অসমাপিকা ক্রিয়া (infinite verb) বলে। যেমন–

আমি ভাত খেয়ে বাইরে যাব।

জবা, হাতমুখ ধুয়ে এসো ।

০২. কর্মপদ অনুযায়ী

ক. সকর্মক ক্রিয়া

যে সমস্ত ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাদেরকে সকর্মক ক্রিয়া (transitive verb) বলে। যেমন–

লতা বই পড়ছে। পাতা ভাত খাবে।

খ. অকর্মক ক্রিয়া

যে সমস্ত ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাদেরকে অকর্মক ক্রিয়া (intransitive verb) বলে। যেমন–

সে ঘুমাচ্ছে। শিশুটি কাঁদছে। ফুল ফুটেছে।

গ. প্রযোজক ক্রিয়া:

যে সমস্ত ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অপরজন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাদেরকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন– মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। শিক্ষক ছাত্রকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন।

(এখানে ‘চাঁদ’ ও ‘অঙ্ক’ মুখ্যকর্ম এবং ‘শিশুকে’ ও ‘ছাত্রকে’ গৌণকর্ম।)

০৩. গঠনবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

ক. যৌগিক ক্রিয়া

একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলে যে সমস্ত ক্রিয়া গঠিত হয়, তাদেরকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন– এখনি উঠতে হবে। এদিকে চেয়ে দেখো। আমাকে যেতে দাও।

খ. সংযোগমূলক ক্রিয়া

বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় জাতীয় শব্দযোগে যে সমস্ত ক্রিয়া গঠিত হয়, তাদেরকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে। যেমন–

বিশেষ্য + ক্রিয়া: প্রশ্ন করা, লজ্জা করা, ভয় করা ইত্যাদি।

বিশেষ্যণ + ক্রিয়া: বড় হওয়া, ভালো হওয়া, বিনয়ী হওয়া ইত্যাদি।

অব্যয় + ক্রিয়া: ভনভন করা, শনশন করা, ঝমঝম করা ইত্যাদি।

<u>ব্যাকরণিক শ্রেণি</u> (পদ) নির্দেশ করোঃ

১. আজ <u>সাদা</u> মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। তালহা-সাবিত ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর <u>বৃথা</u> চেষ্টা করছির। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় <u>অস্থির</u> হয়ে উঠল।

২. বাবা সকালে <u>দ্রুত</u> বেরিয়ে গেছেন। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে একমনে টিভি দেখছিল ছোটবোন। এসময় কেউ টিভিতে <u>গুনগুনিয়ে</u> গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা চট করে খুঁজে দিতে

৩. সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশেও ছিল সুখকার।

৪. "এতদনি যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া <u>তুলিয়াছিলাম</u>! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফূলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। <u>বুঝিয়াছিলাম</u> মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না <u>দেখিলাম</u> তাহার ছবি, সমস্তই াস্পষ্ট হইয়া <u>রহিল</u>।"

৫. <u>সাদা</u> মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ <u>টিপটিপ</u> বৃষ্টি শুরু হলো করিম ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার <u>বেখেয়ালি</u> মন <u>হালকা</u> বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

৬. কবি কাজী নজরুলের জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। মস্তিস্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকেই <u>তিনি</u> ছিলেন নির্বাক ও ভাবশূন্য। ১৯৭৬ সালে কবির জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হলে <u>তার</u> সমাধি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। গানে তিনি এ আশা ব্যক্ত করেছিলেন, 'মসজিদেরই পাশে <u>আমায়</u> কবর দিযো ভাই।' তাঁর <u>সে</u> ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

৭. ইট বসানো রাস্তা নিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। <u>হঠাৎ</u> দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা <u>লাফিয়ে</u> নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েক জনের <u>যায়-যায়</u> অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগলোকে দেখে করিম মনে <u>কষ্ট</u> পেল। [চ. বো. ১৯]

৮. এখন প্রচন্ড শীত। কফিল ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সমালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল । রান্ন ঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে । তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত । লোভাতুর জিবহার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্না ঘরে দৌড় দেয় ।

৯. আদি কবি বল্মীকি একদিন কাক ডাকা ভোরে <u>সবুজ</u> ঘাসের উপর আনমনে বসে– গাছের ডালে বসা <u>চঞ্চল</u> দুটি <u>সাদা</u> বক ও বকীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময়ে একজন শিকারী নিচ থেকে <u>সোনালি</u> রঙের তীর নিক্ষেপ করলেন। একটি বকের দেহে তীর বিদ্ধ হলো। <u>বেখেয়ালি</u> কবি বললেন দুটি শ্লোক। এভাবেই প্রথম কবিতার জন্ম।

১০. "<u>নীল</u> আকাশ। রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। <u>দখিনা</u> বাতাসে <u>টকটকে</u> <u>লাল</u> পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে <u>সাদা</u> মেঘের দলও বলাকার মত উড়ছে; যাব দূরে বহুদূরে।"

১১. অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও - আমি বলতে চাই না । অপরের <u>ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র</u> দুঃখ তুমি দুর করো । অপরকে <u>একটুখানি</u> সুখ দাও । অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো । পথের <u>অসহায়</u> মানুষটির দিকে একটা <u>করুণ</u> কটাক্ষ নিক্ষেপ করো -তাহলেই অনেক হবে ।

১২. যে ছিল চমৎকার এক <u>সুন্দরী</u> তরূনী । নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানরি <u>পরিবারে</u> তার জন্ম হয়েছে । <u>তার</u> ছিলো না কোনো আনন্দ, কোনো আশা । পরিচিত হবার,প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী <u>অথবা</u> বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না । তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের <u>সামান্য</u> এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

১৩. i. প্রগাঢ় নিকুঞ্জ – বিশেষণ।
ii. সিক্ত নীলাম্বরী– বিশেষ্য।
iii. পুলকিত সচ্ছলতা– বিশেষণ।
iv. তিনটি ফুল আর অনেক পাতা– বিশেষণ।
v. নীল, হলুদ, বেগুনি, অথবা সাদা– যোজক।
vi. তুমি আমার পূর্ব বাংলা – সর্বনাম।
vii. নিপুন দক্ষতায় কাজটি শেষ হলে– বিশেষণ।

১৪. i. এগিয়ে চলেছে পবিাদী মিছিল– বিশেষ্য
ii. পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে– বিশেষণ
iii. অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়– যোজক
iv. আজ নয় কাল সে আসবেই – যোজক
v. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন– বিশেষ্য
vi. শাবাশ! দারুণ খেলছে আমাদের ছেলেরা – আবেগ শব্দ
vii. চলো কোথাও বেড়াতে যাই– সর্বনাম
viii. অধিক ভোজন অনুচিত – বিশেষ্য

১৫. i. তুমি যে আমার কবিতা। (ব্যক্তিবচক সর্বনাম)
ii. আমাদের ছেট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর। (বিশেষণ)
iii. করিম ও রহিম দুই ভাই। (যোজক)
iv. বাঃ!চমৎকার একটা গল্প লিখেছে। (আবেগ শব্দ)
v. ভালো আমটি খাও। (বিশেষণ)
vi. যথা ধর্ম তথা জয়। যোজক)
vii. শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল। (বিশেষ্য)
viii. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (অনুসর্গ)

১৬. i. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (অনুসর্গ)
ii. সাদা কাপড় পড়লেই মন সাদা হয় না। (বিশেষণ)
iii. মোদের গরবমোড়ের আশা আমরি বাংলা ভাষা। (সর্বনাম)
iv. রবীন্দ্রনাথ তো আর দু'জন হয় না। (বিশেষ্য)
v. বুঝিযাছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। (ক্রিয়া)
vi. শাবাশ! দারুন খেলেছে আমাদের মেয়েরা। (আবেগ শব্দ)
vii. আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক নয়। (যোজক)
viii. তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। (আবেগ শব্দ)